গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

নং-পাসম/উঃ৫/৩ক-২/২০০১/৯৩

তারিখ: ১৬-০২-২০০২ খ্রিঃ

বিষয় : ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০২ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১শ সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০২ ইং রোজ শনিবার সকাল ১১-০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদপরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদপরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এল কে সিদ্দিকী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় খসড়া ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা'' পর্যালোচনা করা হয়।

২। সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হ'ল।

১৬-২-২০০২
(তালাত মাহমুদ খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☎ ৮৬১৫৯৩১

বিতরণঃ কার্যার্থে ঃ

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
২. মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৩. মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৪. মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৫. মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৬. সদস্য(কৃষি), পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৭. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৮. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
৯. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১০. সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
১১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, গুলশান, ঢাকা।
১৩. সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৪. ডঃ আইনুন নিশাত, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টটেটিভ, আই,ইউ,সি,এন, বাড়ী নং-১৩, সড়ক নং-৩, ধানমন্ডি।
১৫. ডঃ এম, মনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

নং-পাসম-উঃ৫/৩ক-০২/২০০১/৯৩

তারিখ ঃ ১৬-০২-২০০২ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল ঃ

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজ গাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৫. উপ-সচিব(উঃ১)/উপ-সচিব(উঃ২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৮. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

নং-পাসম-উ:৫/৩ক-২/২০০১/ তারিখ: ০৯-০২-২০০২ খ্রিঃ

বিষয় : ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০১ ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১শ সভার কার্যবিবরণী।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০২ ইং রোজ শনিবার সকাল ১১-০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদপরিষদের নিবাহী কমিটির ১১শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পানি সম্পদপরিষদের নির্বাহী কমিটির আহবায়ক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এল কে সিদ্দিকী সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়া, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাদেক হোসেন, বিশেষ আমন্ত্রণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীসহ জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সম্মানিত সদস্যগণ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' -এ সংযুক্ত করা হল। সভায় মূল আলোচ্যসূচী ছিল খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" পর্যালোচনা।

২। "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার" খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ঃ

২.১ আলোচনা শুরুতে মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার প্রেক্ষিত বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রতিবেদনটি এ সভা পর্যালোচনা করবে এবং এটি এ সভাতে গৃহীত হলে তা অনুমোদনের সুপারিশ সহকারে অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ'-এর সভাতে উপস্থাপন করা হবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রতিবেদনটি জাতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল যার ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হবে এবং পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ, কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নসহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে। প্রতিবেশী দেশসমূহের সংগে ভবিষ্যতে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সংগে পানি সম্পদ সেক্টরের ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড সমন্ধে আলোচনার ভিত্তি হবে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি। অতঃপর তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে প্রতিবেদন উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

২.২ পানি সম্পদ সচিব জনাব ফয়সল আহমদ চৌধুরী উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে স্মরনাতীত কালের ভয়াবহ বন্যার পর বিশ্ব ব্যাংকের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের এক বৈঠকে বাংলাদেশে বন্যার কারণ নির্ণয় ও প্রতিকারের ব্যাপারে সমীক্ষা ও পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে সকলে একমত হন এবং এ বৈঠকের ফলশ্রুতিতে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) নামে পরিচিতি পায়।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৫ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন সরকার কর্তৃক গৃহীত "বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল" শীর্ষক প্রতিবেদনের ফলশ্রুতিতে প্রথমে "জাতীয় পানি নীতি" এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে খসড়া "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণীত হয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" খসড়াটি পানি সম্পদ খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থা, পানি

পরবর্তী ৫ বছরে এবং দীর্ঘ মেয়াদী অর্থাৎ তৎপরবর্তী ১৫ বছরের জন্য পানি সম্পদ খাতের বিভিন্ন উপখাতে মোট ৮৪টি কার্যক্রমের প্রস্তাব করে স্বল্প মেয়াদী কার্যক্রমে মোট ৭৪৪০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে যা বিগত ৫ বছরের অর্থাৎ ৯৫-৯৬ ইং সাল হতে ৯৯-২০০০ ইং সাল পর্যন্ত সময়ে এ খাতের প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকার ব্যয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যদের নিকট প্রতিবেদনটি গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহা-পরিচালককে প্রতিবেদনটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।

২.৩ মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা পাওয়ার পয়েন্টে প্রতিবেদনটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন।

৩। আলোচনা ঃ

৩.১ খসড়া ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা''টি বিস্তারিত উপস্থাপনের পর সভাপতি মহোদয় উপস্থিত মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং অন্যান্য সদস্যগণকে প্রতিবেদন সম্পর্কে তাঁদের সদয় মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ জানান।

৩.২ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া উল্লেখ করেন যে, বুড়ীগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু ইত্যাদি নদীর পানি দূষণ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাই ভবিষ্যতে এ সমস্ত নদীর পানি ব্যবহারের উপযোগী করার কার্যক্রম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। তিনি জানতে চান যে, ভবিষ্যত প্রকল্প বাস্তবায়ন বর্তমান জনবল দিয়ে সম্ভব হবে কিনা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পরিকল্পনায় বর্ণিত জিডিপির মাত্রা ৫.৫% হতে ৬.০% এ উন্নীত হওয়ার ধারণা যথাযথ হয়নি এবং এটি আরও বৃদ্ধির ব্যবস্থা পরিকল্পনায় থাকা প্রয়োজন। ঢাকা শহরকে আগামী ৫ বছরের মধ্যে দূষণ মুক্ত করে সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, সুন্দরবনকে রক্ষা করা, নদী খননের ব্যবস্থা করা, খননকৃত মাটি দ্বারা নিম্নাঞ্চল ভরাটসহ উপযুক্ত কাজে ব্যবহারের বিষয়টি পরিকল্পনায় থাকা উচিৎ বলে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি এ সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় সরকার বিভাগের অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের খাতে ব্যয়ের বিষয়েও মত প্রকাশ করেন। তিনি সভা কর্তৃক জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন গ্রহণ করে তা জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদে উপস্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.৩ কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান নিজামী সমগ্র বাংলাদেশে মোট জলাবদ্ধ এলাকার পরিমাণ: তা নিরসনের উপায় এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের কোন কর্মসূচী এ পরিকল্পনায় আছে কিনা তা জানতে চান। তিনি উল্লেখ করেন যে, পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হওয়ার পূর্বেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের কাঙ্খিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। পাবনা এলাকার জলাবদ্ধতা ও নদী ভরাটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে জরুরী ভিত্তিতে এর সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.৪ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণকে যথাযথ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এ প্রসংগে তিনি জানান যে যমুনা সেতু নির্মাণের ফলে যমুনার পূর্ব তীরে নদী ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে এবং সংগত কারণেই উক্ত এলাকার জনগণকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি অতি জরুরী যা যমুনা সেতু বহুমুখী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল । পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পানি দূষণ ও আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণে দেশী জনবল ও দেশী প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে বলে তিনি সভায় মত প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষ করে নদীর পানি দূষণ প্রতিরোধের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে সোচ্চার হতে পরামর্শ দেন এবং তা বাস্তবায়নে তাঁর মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে বলে মত প্রকাশ করেন। জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদনের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি তাঁর বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন।

৩.৫ মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাদেক হোসেন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরীর পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা পরিকল্পনাতে সন্নিবেশিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। তিনি বুড়ী গঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর

৩.৬ কৃষি সচিব জনাব আইয়ুব কাদরী জানতে চান যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পানি বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে বর্ণিত মন্তব্যসমূহ খসড়া জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি না ? বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার চলতি প্রকল্পসমূহ এ পরিকল্পনার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কিনা তাও জানতে চেয়ে তিনি সম্পদ প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে প্রকল্প গ্রহণের অগ্রাধিকার স্থির করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

৩.৭ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সাবিহ উদ্দিন আহমেদ সুন্দরবনসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ রক্ষায় ঐ অঞ্চলে মিঠা পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করাকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ প্রসংগে তিনি গড়াই নদীর উৎসমুখ খনন প্রকল্প বাস্তবায়নকে যথাযথ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেন।

৩.৮ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সচিব জনাব এ, ওয়াই, বি, আই, সিদ্দিকী খসড়া জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সুন্দরভাবে প্রণয়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রী মহোদয়ের উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান, অধ্যাপক ডঃ আইনুন নিশাত, অধ্যাপক ডঃ মনোয়ার হোসেন, মন্ত্রণালয়ের ও ওয়ারপোর কর্মকর্তাগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, পরিকল্পনাটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলের পরিবর্তে প্রশাসনিক এলাকা ভিত্তিক হলে ভাল হত এবং প্রতিটি অঞ্চলে ড্রেজিং ও আর্সেনিক সমস্যাটি আসা উচিৎ। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ বলেও তিনি পরামর্শ দেন। অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্বল্প মেয়াদী প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য হাতে নেয়া এবং খাল খনন কর্মসূচী ও বৃষ্টির পানি ব্যবহার জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব দেন।

৩.৯ ডঃ আইনুন নিশাত, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আইইউসিএন বলেন যে, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি একটি পরিকল্পনা; এর উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিকল্পনা কার্যক্রম (চৎড়মৎধসসব) হতে প্রকল্প পর্যায়ে যাবার পূর্বে মন্ত্রী মহোদয়গণের নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। ড্রেজিং করলে বড় বড় নদীগুলোর কোন উপকার হবে না, তবে ছোট নদীগুলো ড্রেজিং করলে সুফল পাওয়া যাবে। তিনি গড়াই নদী পুন:খনন করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য নদীগুলো খননের মাধ্যমে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন না করলে সুন্দরবনের জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বলেন যে, আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে গ্রাম অঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশী লোক বসবাস করবে তাই শহরাঞ্চলের বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পানি সরবরাহ ও পয়: নিষ্কাশনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এখনই চিন্তা ভাবনা করতে হবে কারণ আগামী ২০১০ সালের দিকে ঢাকা শহরে নলকূপের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা অতিব জরুরী বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পরিকল্পনাটি প্রতি ৫ বছর অন্তর হালনাগাদ করতে হবে বিধায় এখনই ওয়ারপোর জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে বলেও তিনি পরামর্শ রাখেন।

৩.১০ সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে দেশের ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাবে কিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানান যে, শুষ্ক মৌসুমে দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এ পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান নদীতে "ব্যারাজ" এর প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে গংগার শাখা নদী গড়াই এর পানি প্রবাহ বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে পরিবেশের যে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা সমাধানে গ্যানজেস ব্যারাজ নির্মাণ অতি জরুরী। তিনি জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে এ বিষয়টি সদয় বিবেচনায় আনার অনুরোধ করেন।

৩.১১ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (কৃষি) এর পক্ষে পরিকল্পনা কমিশনের সেচ উইং হতে লিখিতভাবে জানানো হয় যে প্রতিবেদন সম্পর্কে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক খসড়া জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদনের উপর দাখিলকৃত পর্যবেক্ষণের সুপারিশসমূহ এ প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ, মূল প্রতিবেদন এবং অন্যান্য ভলিউমের সংশ্লিষ্ট অংশে সংযোজন করা যেতে পারে। তবে উপরোক্ত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনের ৫ বছরের কার্যক্রমকে আলাদা করার যে সুপারিশ করেছে তা না করে জাতীয় ও আঞ্চলিক [illegible]

৩.১২ ওয়ারপোর মহা-পরিচালক সভায় উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন জিজ্ঞাস্য সমন্ধে নিম্নেলিখিত তথ্য প্রদান করেন:

ক) মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত জলাবদ্ধতা ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ বিষয়ে উল্লেখ করে জানান হয় যে, দেশের মোট জলাবদ্ধ এলাকার পরিমাণ ওয়ারপোর ডাটাবেসে সংরক্ষিত আছে। জলাবদ্ধতার সমস্যা নিরসন ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের কর্মসূচী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাতে আছে।

খ) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় যে, ঢাকা শহরের পানিয় জল সরবরাহের কার্যক্রম এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন নদীর পানি দূষণ নিরসনের কার্যক্রম এ পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত হয়েছে। নদী খনন ও সুন্দরবন রক্ষার কার্যক্রমও পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গ) মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সাদেক হোসেনের প্রশ্নের উত্তরে জানান হয় যে, ঢাকা শহরে পানি সরবরাহের কার্যক্রম এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

ঘ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে জানান হয় যে, নদী ভাঙ্গন সমস্যা সমাধানের বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। পানি দূষণ ও আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণের বিষয়ে বর্তমান পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। দেশীয় জনবল ও প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি মাইক্রো লেভেল পরিকল্পনায় সম্ভাব্য সমীক্ষায় নিরূপিত হবে।

ঙ) কৃষি সচিবের উত্থাপিত মন্তব্যের বিষয়ে জানান হয় যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পানি বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টের মন্তব্যাদি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্থায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ এ পরিকল্পনার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং তা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ) স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের সচিব মহোদয় উত্থাপিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে জানান হয় যে নদী খনন ও আর্সেনিক সমস্যা সমগ্রভাবে জাতীয় ইস্যু এবং বিষয়টি পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩.১৩ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় আলোচনার আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংক্ষেপে সদয় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন :

ক) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রতিবেদনটি গ্রহণ এবং সুপারিশ সহকারে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদয় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

খ) ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে নিরূপন করার লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক সমীক্ষা পরিচালনা করে আগামী ২/৩ বছরে তা সমাপ্ত করা।

গ) ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ সমক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সকল সমীক্ষা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম কোন মন্ত্রণালয় সমন্বয় করবে ?

ঘ) নদী ভাংগন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দেশের প্রদান তিনটি নদীসহ ভাংগন প্রবণ সকল নদীর ভাংগন প্রবণতা সম্পর্কে পূর্বাভাস প্রদান ও সমীক্ষা কাজ হাতে নেয়া।

ঙ) জলাভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনা সমক্ষে পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে ওয়ারপো এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে সমীক্ষা কাজ পরিচালনা করা।

চ) আগামী ২২শে মার্চ ২০০২ তারিখে "বিশ্ব পানি দিবস" উপলক্ষ্যে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের কর্মসূচী মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা।

৩.১৪ সভার সভাপতি মহোদয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণের ব্যাপারে কমিটির সদস্য মহোদয়গণের সম্মতি চাইলে সকলে সদয় সম্মতি প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদনটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের মাননীয় সদস্যগণের নিকট

৪। সিদ্ধান্ত ঃ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতভাবে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

৪.১ খসড়া ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা''টি (৫ খন্ডে) জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪.২ ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা''-এ প্রস্তাবিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম (প্রথম বর্ষ হতে পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) অতি শীঘ্র বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

৪.৩ ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা''-এ যে সকল বিষয়ে জ্ঞানের স্বল্পতা (শহড়ৎিবফমব মধঢ়) রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ওয়ারপো সমীক্ষা কাজ হাতে নিবে এবং আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। বিশেষত: নিম্নোক্ত সমীক্ষাসমূহ অগ্রাধিকার পাবে :

ক) গুণগত এবং পরিমাণগত দিক থেকে ভূ-পরিস্থ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ
খ) নদী ভাংগন সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণ
গ) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড এবং যৌথ উদ্যোগে জলাভূমির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

৪.৪ আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প সমন্ধে স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয় কারীর ভূমিকা পালন করবে।

৫। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ৯-০২-০২
(ফয়সল আহমদ চৌধুরী)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
সদস্য সচিব
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ ঃ ১০-০২-০২
(এল কে সিদ্দিকী)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
এবং
আহবায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি

০২-০২-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পানি পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১১তম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা

উপস্থিত নির্বাহী কমিটির সদস্যদের তালিকা ঃ

১। জনাব আবদুল মান্নান ভূইয়া,মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
২। জনাব মতিউর রহমান নিজামী,মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৩। জনাব শাহাহান সিরাজ,মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৪। জনাব সাদেক হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৫। জনাব এল,কে, সিদ্দিকী, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব আইয়ুব কাদরি,সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৮। এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকী, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৯। জনাব ফয়সল আহমদ চৌধুরী, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
১০। জনাব ছাবিউদ্দিন আহমেদ, সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
১১। জনাব মোখলেসুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,ঢাকা।
১২। জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান,সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ।
১৩। ডঃ আইনুন নিশাত, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ,আইইউসিএন,বাংলাদেশ, ঢাকা
১৪। ডঃ মনোয়ার হোসেন, প্রফেসর, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।

বিশেষ আমন্ত্রণেঃ

১। এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

সহায়তাকারী কর্মকর্তাদের তালিকা ঃ

১। জনাব এস,সি, খান, যুগ্ম-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
২। জনাব আবদুল্লা হারুন, যুগ্ম- প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩। জনাব কামাল উদ্দীন আহমেদ, যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। জনাব এম.এম. আবদুল মান্নান, উপ-সচিব(উঃ২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৬। জনাব এইচ,এস,এম, ফারুক, পরিচালক, ওয়ারপো, ঢাকা।
৫। জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন ভূইয়া, মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৭। ঢালী আবদুল কাইয়ুম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।
৮। জনাব তালাত মাহমুদ খান, সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৯। জনাব মোঃ আবু তালেব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৯। জনাব এ,বি,এম, আসাদ হোসেন,জনসংযোগ কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
১০। জনাব সাইফুল আলম, সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।
১১। জনাব মোঃ আবুল কাসেম,সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ওয়ারপো, ঢাকা।